মোহরে সুলাইমানি

পৃথিবীর সবচেয়ে ভুল বোঝা

সীলের প্রকৃত ইসলামিক রহস্য

রচয়িতা
হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক, আমিল-এ-কামিল

মোহরে সুলাইমানি — পৃথিবীর সবচেয়ে ভুল বোঝা সীলের প্রকৃত ইসলামিক রহস্য

ভূমিকা:

যে সীলটিকে মানুষ ভয় পায়...
যে প্রতীকটিকে দেখে অনেকের শরীর কাঁপে...
যে চিহ্নকে কেউ বলে শয়তানি,
কেউ বলে কুফুরি...

আজ আমি তোমাকে দেখাবো—

এই সীল...
কোনো দানবের না,
কোনো যাদুকরের না,
কোনো শয়তানেরও না।
এই সীল হলো—
একজন নবীর মুলকের প্রতীক।
একজন নবী... যাকে আল্লাহ বলেছেন—
"উত্তম বান্দা" ও "আমার দিকে বারবার ফিরে আসা।"

আজ সারা বিশ্বের ভয়কে ভেঙে
মোহরে সুলাইমানির প্রতিটি অংশ
কুরআন ও হাদীসের আলোকে
এমনভাবে ব্যাখ্যা করবো—
যাতে কেউ আর কখনো
এটাকে কুফুরি বলতে সাহস না করে।

উপস্থাপক পরিচিতি

আমি হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির,
আধ্যাত্মিক সাধক, আমিল-এ-কামিল।
আজ নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে
এক নবীর সেই রাজ্যে… যেখানে জিন, ফেরেশতা, বাতাস, সমুদ্র— সবই আল্লাহর হুকুমে একজন মানুষের অধীনে চলত। সেখানে প্রবেশের চাবিই হলো—
এই মোহরে সুলাইমানি।

অধ্যায় ১:
নবী সুলাইমান (আ.) – কুরআনের দেওয়া পরিচয়

কুরআন তাঁর পরিচয় দিয়েছে শব্দে শব্দে—

“তিনি উত্তম বান্দা।”
“তিনি বারবার আল্লাহর দিকে ফিরতেন।”
সূরা সাদ।

তিনি দোয়া করেছিলেন—
“হে আল্লাহ, আমাকে এমন মুলক দাও,
যা আমার পর আর কাউকে দেওয়া হবে না।”
সূরা সাদ ৩৫।

আল্লাহ বললেন—
বাতাস তাঁর আদেশে চলবে।
জিনরা তাঁর কাজ করবে।
ডুবুরিরা সমুদ্র থেকে ধনরত্ন আনবে।

দুর্ধর্ষ জিন যারা বাঁধা ছিল—
সেগুলোও তাঁর অধীন হবে।
সূরা সাদ ৩৬–৩৮।

কুরআন স্পষ্ট করে দিল—
এ মুলক কুফরি না,
এ কর্ম জাদু না,
বরং ঘোষণা—
“সুলাইমান কুফরি করেননি।”
সূরা বাকারাহ ১০২।

এই ছিল তাঁর মুলক।
আর এই মুলকের প্রতীকই —
মোহরে সুলাইমানি।

অধ্যায় ২:
নবীদের সীলমোহর — হাদীসি প্রমাণ

নবীদের সীল থাকা সুন্নাহ।

রাসুলুল্লাহ (সা.)–এর আংটিতে ছিল—
“মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ।” সহিহ বুখারী।

এই আংটিই ছিল রাষ্ট্রীয় সীল।

অর্থাৎ—
সীল থাকা বৈধ।

আংটিতে লেখা থাকা বৈধ।
এটা নবীদের প্রথা।

তাই সুলাইমান (আ.)–এর আংটিতে
সীল খোদিত থাকা শরীয়ত সম্মত এবং ঐতিহাসিক সত্য।

অধ্যায় ৩:
সীলের বাইরের বৃত্ত — সাত ফেরেশতার নাম

সীলের চারপাশে লেখা আছে কিছু নাম—

- Gabriel
- Michael
- Raphael
- Haniel
- Tzadkiel
- Tzafqiel
- Samael

এগুলো কী?

Gabriel মানে জিবরাইল—
কুরআনে সরাসরি নাম।

Michael মানে মিকাইল—
কুরআনে সরাসরি নাম।

Raphael হলো ইসরাফিলের ইহুদি উচ্চারণ—
রাসুলুল্লাহ তাহাজ্জুদের দোয়ায় বলেছেন—
হে আল্লাহ, জিবরাইল, মিকাইল ও ইসরাফিলের রব।
সহিহ মুসলিম।

তাহলে এ তিনটি নাম পুরোপুরি ইসলামিক।

বাকিগুলো বনী ইসরাইলের ফেরেশতা বিভাগের নাম—
যাদের কাজ ছিল বিচার, রিজিক, পাহারা, সুরক্ষা।

রাসুলুল্লাহ বলেছেন—
"বনী ইসরাইল থেকে বর্ণনা করো, তাতে সমস্যা নেই।"
সহিহ বুখারী।

অর্থাৎ—
এগুলো না শিরকি নাম,
না জিন–ডাকার নাম।
এগুলো ঐতিহাসিক ফেরেশতা বিভাগের তালিকা।

অধ্যায় ৪:
দ্বিতীয় বৃত্ত — সূর্য, চাঁদ, গ্রহগুলো কেন?

এ অংশে আছে—

- সূর্য
- চাঁদ
- বুধ
- শুক্র

❖ মঙ্গল
❖ বৃহস্পতি
❖ শনি

মানুষ দেখে ভয় পায়—
“এইটা তো জ্যোতিষ!”
কিন্তু নয়।

কুরআন বলে—
সূর্য ও চাঁদ আল্লাহর নিদর্শন।
ফুসসিলাত ৩৭।

আল্লাহ আরো বলেন—
তোমরা সূর্য বা চাঁদকে সিজদা কোরো না,
বরং যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন
তাঁকে সিজদা করো।

অর্থাৎ—
এদের প্রতীক ব্যবহার করা হারাম না,
ইবাদত করাই হারাম।

তাহলে এগুলো এখানে কেন?

কারণ সুলাইমান (আ.)–এর মুলক
সাত আসমান পর্যন্ত পৌঁছাত।
এই সাত প্রতীক সেই সাত আসমানের
কসমিক মানচিত্র।

অধ্যায় ৫:
ভেতরের বৃত্ত — Aratron থেকে Phul এর রহস্য

এই সাতটি শব্দের প্রতিটিই
সুলাইমানি প্রশাসনের বিভাগ।

Aratron — রাজনীতি, বিচার, ভূমি
কুরআন: জিনরা প্রাসাদ বানাতো।

Bethor — বাতাস, আকাশপথ, গতিশক্তি
কুরআন: বাতাস তাঁর অধীনে চলত।

Phaleg — প্রতিরক্ষা ও সমরব্যবস্থা
কুরআন: জিন–মানুষ–পাখির সেনাবাহিনী।

Och — আলো, দীপ্তি, নেতৃত্ব
কুরআন: শেবার রাণী প্রাসাদের আলো দেখে বিমোহিত।

Hagith — সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য
কুরআন: দাউদ–সুলাইমানের যুগে শান্তি–সমৃদ্ধি।

Ophiel — জ্ঞান, হিকমাহ
কুরআন: আমরা দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দিলাম।

Phul — পানি, সমুদ্র, সাগরতল
কুরআন: জিনরা ডুব দিয়ে ধনরত্ন তুলত।

এগুলো কোনো জিনের নাম নয়,
কোনো আহ্বানও নয়।
এগুলো সেই সাত বিভাগ
যে সাত বিভাগের উপর
সুলাইমানি রাজ্য চলত।

অধ্যায় ৬:
এই ৭ ফেরেশতার অধীনে ৭২ ফেরেশতার ব্যবস্থা

সুলাইমানি ইলমে বলা হয়েছে—
৭ ফেরেশতার অধীনে আছে ৭২ ফেরেশতা।

আল্লাহ বলেন—
“তোমার প্রভুর সৈন্যবাহিনীকে
তিনিই ভালো জানেন।”
সূরা মুদ্দাসসির।

এই ৭২ ফেরেশতা আল্লাহর আদেশে পরিচালনা করে—

- বায়ুপ্রবাহ
- প্রকৃতি
- প্রাণী জগত
- জিন জাতি
- চার দিকের শক্তি
- সমুদ্র
- পৃথিবীর বিচার ব্যবস্থা

এগুলো কোনো কল্পকাহিনী নয়।
ইবন কাসীর, ইবন আরাবি, ইবনে রাজী—
সকলেই “আসমানি প্রশাসন” ধারণা ব্যাখ্যা করেছেন।

অধ্যায় ৭:
৭২ ফেরেশতার অধীনে ৭২ জিন — রহস্যের সমাধান

মানুষ ভুল করে বলে—
“সীল ৭২ ডেমন নিয়ন্ত্রণ করে।”

সত্য হলো—
৭২ ফেরেশতা = আল্লাহর হুকুমের বাহক
৭২ জিন = তাদের অধীন কর্মচারী

এটা কোনো শিরক না—
এটা কুরআনিক সত্য।

কুরআন বলে—
“আমরা জিনদের তাঁর অধীনে করেছি।”
সূরা সাদ।

সুতরাং সীলের “৭২” সংখ্যা
ডেমন নয়,
৭২ ফেরেশতা–প্রশাসনের সূচক,
যাদের অধীনে জিনরা ছিল।

অধ্যায় ৮:
কেন এই সীলের রুহানি ক্ষমতা অপার?

কারণ—

১. এটি নবী সুলাইমান (আ.)–এর আংটির সীল।
২. এতে খোদিত আছে আসমানি প্রশাসনের মানচিত্র।
৩. এতে ৭ প্রধান ফেরেশতার নির্দেশনা আছে।
৪. এতে ৭২ ফেরেশতার ইঙ্গিত আছে।
৫. তাদের অধীন জিন, প্রাণী, বাতাস, প্রকৃতি—সব।
৬. সবকিছুই আল্লাহর আদেশে পরিচালিত।

এই সীল শক্তির উৎস নয়—
বরং শক্তি যেভাবে আল্লাহ নবীর হাতে দিয়েছেন,
তার দৃশ্যমান মানচিত্র।

অধ্যায় ৯:
তদবির হিসেবে বৈধতার প্রমাণ

ইসলামে তদবির বৈধ।

কুরআন:
“তোমরা তদবির বা ওয়াসিলা গ্রহণ করো।”
সূরা আনফাল।

জমজম উসিলা,
তাসবিহ উসিলা,
কালিমার ফ্রেম উসিলা,

হাজরে আসওয়াদ উসিলা।

সুলাইমানি সীলও—
তাওহিদ মনে করানোর উসিলা।

যখন তুমি এটাকে দেখে বলো—
হে আল্লাহ, তুমিই সে যে নবীকে এমন মুলক দিয়েছ
আমাকেও তোমার রহমতের ছায়ায় রাখো—
তখন এটি শিরক নয়— এটি তাওহিদের ফোকাস।

অধ্যায় ১০:
সীল ব্যবহারের শরঈ শর্ত

১. সীলকে ইবাদতের জায়গা দেবে না
২. শক্তির উৎস মনে করবে না
৩. তাকওয়া নষ্ট করবে না
৪. শুধু স্মারক হিসেবে ব্যবহার করবে
৫. দোয়া করবে শুধুই আল্লাহর কাছে

এভাবে ব্যবহার করলে সীল হয়ে যায় তাওহিদী চিন্তার মানচিত্র।

অধ্যায় ১১:
সীলের প্রকৃত উদ্দেশ্য — ভয় নয়, ঈমান জাগানো

এই সীলের প্রতিটি লাইন বলে—
মুলক আল্লাহর।
যাঁকে চান, সম্মান দেন।
যাঁকে চান, পাঠান।
যাঁকে চান, সাহায্য করেন।

সীলটা আমাদের ভয় দেখাতে নয়
বরং মনে করিয়ে দিতে এসেছে—
আল্লাহ যদি একটি নবীর হাতে
অদৃশ্য জগতকে আনুগত্য করাতে পারেন,
তাহলে আজ তাঁর রহমত আমাদের জীবনও বদলে দিতে পারে।

অধ্যায় ১২:
চূড়ান্ত মূল্যায়ন—শিরক নয়, তাওহিদের স্মারক

৭ প্রধান ফেরেশতার নাম
৭২ ফেরেশতার প্রতিনিধি
সাত কসমিক প্রতীক
সাত প্রশাসনিক বিভাগ—

সবই নির্দেশ করে
এক নবীর মুলক
যা আল্লাহর দেওয়া।

এ সীলের প্রতিটি অংশ
আল্লাহর শক্তির মানচিত্র।

তুমি যদি এটাকে
দেবতা মনে করো—
এটা শিরক।

তুমি যদি এটাকে
তাওহিদ স্মরণ করার জন্য
উসিলা হিসেবে রাখো—
এটা হালাল তদবির।

উপসংহার — শিক্ষা

মোহরে সুলাইমানি কোনো যাদুর সীল নয়।
এটা তাওহিদ থেকে জন্ম নেওয়া
একটি কুরআনিক মানচিত্র।

এর প্রতিটি প্রতীক
আল্লাহর শক্তি স্মরণ করায়,
নবীর মর্যাদা স্মরণ করায়,
আর আমাদের রুহকে
আল্লাহর কাছে ফিরতে বাধ্য করে।

যদি নিয়ত পরিষ্কার থাকে,
তাওহিদ অটুট থাকে,
তাহলে এ সীল

একটি হালাল উসিলাসূচক তদবির
যার মাধ্যমে দোয়া আরও হৃদয়ে গেঁথে যায়।

Tilismati Duniya'র আরও ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। অসংখ্য ফ্রি PDF বই পড়তে, ফ্রী মেগাক্লাস ও পেইড মেগাক্লাস করতে ভিজিট করো: tilismati-duniya.com ওয়েবসাইট

একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,
আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা রেখেছেন।এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।
কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো থাকলেও অন্ধকার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।
আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।
কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।
আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্ত আলো।

"যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাড়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।"

(সূরা বাকারা: ২৬১)

"যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো,সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।"

(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।
আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।
আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223
বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223
নগদ পার্সোনাল: 01890261223
উপায় পার্সোনাল: 01890261223
রকেট পার্সোনাল: 018902612235

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:
Name: Saifullah Mansur
A/C No: 0309501022675
Bank: Sonali Bank Ltd.
Branch: College Road, Barishal
Routing: 200060732